দৈনিক ইনকিলাব

22 MAY 2008

৬ ৪

জবিতে ছাত্রদল চলছে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে

আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রায় সংঘর্ষ হয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রদল চলছে চার সদস্য বিশিষ্ট মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি না থাকায় সাংগঠনিক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। এছাড়া আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু'গ্রুপে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নেতা-কর্মীদের মাঝে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটছে। গত ২৩ মার্চ দু'গ্রুপের সংঘর্ষে আহত এক ছাত্রের মৃত্যু হওয়ায় বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। বাংলাবিভাগের তৃতীয়বর্ষের আহত ছাত্র কাজল দেবনাথকে চিরদিনের জন্য পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে। এনিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা তো দূরের কথা একটি মামলা করারও দায়িত্ব নেয়নি। ঘটনার পর একটি তদন্ত কমিটি ও ৫দিন হাসপাতালের খরচ বহন করেই দায়িত্ব এড়িয়ে চলছেন তারা। আজ পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে সাহস করেনি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী একটি শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি করার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালের ২০ আগস্ট। কাউন্সিল হওয়ার প্রায় একবছর পর ২০০৫ সালের ২০ জুন পারভেজ রেজাকে সভাপতি ও আনিসুর রহমান খোকনকে সাধারণ সম্পাদক করে চার সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা কেন্দ্রীয় সংসদের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কমিটির সদস্যের সমস্যা থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ের অনেক পর পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা জমা দেয়া হয়। এই তালিকায় কিছু অছাত্র ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত কিছু নেতার নাম থাকায় কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে গত ২০০৬ সালের ২১ মার্চ সংশোধনের জন্য ফেরত দেয়া হয়। এরপর আবার কমিটির তালিকা জমা দিলেও আজো তা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে দীর্ঘ একবছরে একটি বার কর্মসূচী দিতে সক্ষম হয়নি। এর মূল কারণ মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটিই। এছাড়াও কাজল দেবনাথ নিহত হওয়ার পর মামলায় আসামী হয়েছে বেশ কয়েকজন। তারা গা ঢাকা দিয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে সূত্র জানায়, কমিটির সদস্যদের তালিকা নিয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও চাঁদাবাজির ঘটনায় জড়িত কিছু নেতার নাম থাকায় পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন পায়নি। এদিকে বর্তমান কমিটির ও মেয়াদ শেষ হয় অনেক আগেই। ফলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নেই বললে চলে। একদিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি না থাকায় পদে অধিষ্ঠিত চার নেতা-কমিটি তাদের নিজের অধীনস্থ করতে ব্যস্ত। ফলে অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই একটি প্রাণ অকালে নিঃশেষ হয়েছে। অন্য কোন নেতার পদ না থাকায় জুনিয়র নেতারা তাদের মানতে নারাজ। সিনিয়রিটি নিয়ে প্রায়শই ছাত্রদল কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় নেতারা অনেক দেনদরবার করেছে কমিটির জন্য, এমনকি পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণার দাবীতে গণস্বাক্ষরও করেছে। তাদের স্বাক্ষর সংবলিত কপি ২০০৬ সালের ১০ই মে কেন্দ্রে জমা দেয়াও হচ্ছে। সবকিছু মিলে ১/১১ হওয়ায় লেজেগোবরে হয়ে গেছে। বর্তমানে কাজল হত্যার মামলায় নিজেরা জড়িত হওয়ার অনেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততা দেখিয়ে চলেছে। তবে এসব ব্যাপারে আলাপকালে নেতারা 'ইনকিলাব'কে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেবো।